মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৮৩৮

পর্ব-১৯: জিহাদ (كتاب الجهاد)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

আরবী

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

বাংলা

৩৮৩৮-[৫১] ’আব্দুল্লাহ ইবনু ’আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হজ্জ/হজ অথবা ’উমরাহ্ অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্য ছাড়া নৌযান সফরে বের হয়ো না। কেননা সমুদ্রের নিম্নভূমিতে আগুনের স্তর রয়েছে এবং আগুনের স্তরের নিচেও সমুদ্র অবস্থিত। (আবূ দাঊদ)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ২৪৮৯, য‘ঈফাহ্ ৪৭৮, য‘ঈফ আল জামি‘ ৬৩৪৩। কারণ এর সনদে বাশীর বিন মুসলিম একজন মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: সাধারণত সমুদ্র পথে ভ্রমণ করতে উল্লেখিত হাদীসটিতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হজ্জ/হজ, ‘উমরাহ্ ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা যাবে বলে এ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। এখানেও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

(لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِىْ سَبِيلِ اللّٰهِ) তথা ‘‘হজ্জ/হজ, ‘উমরাহ্ ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছাড়া সমুদ্রপথে ভ্রমণ করো না’’ হাদীসের এ অংশটুকুতে তাদের কথার খন্ডন রয়েছে, যারা বলেন, হজ্জ/হজ ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে সমুদ্রপথ পাড়ি দেয়া একটি সমস্যা বা বাধা। অর্থাৎ- সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে হলে

হজ্জ/হজ ফরয হয় না। তবে সঠিক কথা হলো, বেশীরভাগ পথ যদি নিরাপদ হয়, তাহলে হজ্জ/হজ ফরয হয়ে যাবে। আর ব্যতিক্রম হলে হজ্জ/হজ করা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন থাকবে। বিশিষ্ট ফাকীহ আবূ লায়স সহ অন্যান্যরাও এ মত পোষণ করেছেন।

ইমাম খত্ত্বাবী বলেনঃ ‘‘যে ব্যক্তি হজ্জ/হজ করার জন্য সমুদ্রপথ ছাড়া অন্য কোনো পথ পাবে না, তার জন্য সমুদ্র পথে সফর করে হজ্জ/হজ করাই ফরয। অন্যান্য ফাকীহগণও এ মত পোষণ করেছেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) বলেনঃ ‘‘আমার কাছে এটা স্পষ্ট নয় যে, হজ্জ/হজ আবশ্যকীয়। কেননা মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের সানাদকে য‘ঈফ বলেছেন। (‘আওনুল মা‘বূদ ৫ম খন্ড, হাঃ ২৪৮৬)

ইমাম খত্ত্বাবী বলেনঃ সমুদ্রের সার্বিক বিষয়াদি বর্ণনা করাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য, কারণ তাতে সফরকারী ব্যক্তি খুব দ্রুতই বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে পারে। কোনো সময়ই সে ধ্বংস থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে না। (‘আওনুল মা‘বূদ ৫ম খন্ড, হাঃ ২৪৮৬)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=69165

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন